উনবিংশ শতকে বাংলার বিভিন্ন সংস্কৃতি

উনবিংশ শতকে কোলকাতার নাগরিকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কতগুলি তাত্ত্বিক দিক স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। এখানে মূলত তিন ধরনের সংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়। পল্লী সংস্কৃতি (folk culture) নাগরিক লোকসংস্কৃতি (popular culture) ও জনসংস্কৃতি (mass culture)।

এই তিনটি স্বতন্ত্র অভিধা স্পষ্ট করে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি গবেষকদের লেখায়, পপুলার কালচার বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।এর ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় যে লোকসংস্কৃতির বিশেষ নাগরিক আর্থসামাজিক ও শ্রেণির সচেতন চরিত্রটিও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব গবেষকরা পপুলার কালচার এর বিষয়টি এমনভাবে বর্ণনা করেন যেখানে কৃষকের পল্লীগীতি ও বব ডিলানের রাজনৈতিক প্রতিবাদের গান, সস্তা রুচির সাময়িক পত্রিকা, উত্তেজনা পূর্ণ চলচ্চিত্র এককথায় সমস্তকিছুই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।এদের যুক্তি হচ্ছে যেহেতু সবই শহরের মেহনতী মানুষ,অর্থাৎ খরিদ্দার দর্শক শ্রোতা ও পাঠক - সবই একই পংক্তিতে বসিয়ে তাকে লোকসংস্কৃতি বলে অভিহিত করা উচিত। কিন্তু এই ভাবে একই গোত্রে ফেলার প্রথা ঠিক নয়। লোকসংস্কৃতির মূল অর্থ এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশেও শহরের সিনেমা এবং যাত্রার মত জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতি বলে অনেকে অভিহিত করেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এগুলোকে লোকসংস্কৃতি বলা সম্ভব নয়।

কারণ আমাদের বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের কৃষকের গাওয়া পল্লীগীতি থেকে উনিশ শতকের কলকাতায় রচিত লোকগীতির যেমন একটা চারিত্রিক পার্থক্য আছে তেমনই একই শহরে নির্মিত হলেও নাগরিক লোকসংস্কৃতি থেকে সিনেমা টিভিতে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। বর্তমানের লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকে যেগুলি পরিবেশিত হয় সেগুলি সবই আবহসংগীত এর প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল,এগুলো কিন্তু উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতির কলাকৌশল থেকে বহু দূরে অবস্থিত।

তাই ঐতিহাসিক ও সমাজ সচেতনা তো দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বিচার করলে,পল্লী সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতি এই তিনটি ভিন্ন ধারার স্বাতন্ত্র্য ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্মতম তার তম্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

পল্লী সংস্কৃতির উৎস হচ্ছে পল্লীসমাজ।গ্রামীণ মানুষের সৃষ্ট সঙ্গীত সাহিত্য নৃত্যগীতি প্রমোদ অনুষ্ঠান ধর্মীয়-সামাজিক ব্রতকথা শিল্পকলা ইত্যাদি সবই পল্লী সংস্কৃতির আওতায় পড়ে।মুখে মুখে লোক পরম্পরাই এই সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয় বলে একে ওরাল কালচার বা কথ্য সংস্কৃতির অঙ্গ ভূত করা যায়। যদিও ওরাল কালচারের আরেকটি ধারা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিদ্যমান যা পল্লী সংস্কৃতির চরিত্র থেকে একেবারেই আলাদা।ওটা আমরা বেদের ক্ষেত্রে বা ধর্ম সংহিতার ক্ষেত্রে বা স্মৃতিশাস্ত্র গুলিতে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি।

জনসংস্কৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বটতলা সাহিত্য, কালীঘাটের পটচিত্র শিল্প, প্রভৃতি।এই সব ধরনের সংস্কৃতি চর্চায় দুটি ট্র্যাডিশন দেখা যায়। একটা great tradition ,অন্যটা little tradition।অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অসামাজিক পরিধির দৈনন্দিন জীবনের সৃষ্ট সংস্কৃতির পরম্পরা। এই দুয়ের মধ্যে টানাপোড়েন বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সব সময় দেখা যায়।

Mass culture প্রতিযোগী রূপে আবির্ভূত না হলেও অতীতের গ্রেট ট্রাডিসনের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয়েছিল লোকসংস্কৃতিকে।এই অভিজাত ও সমাজের বিদ্বজ্জন ও সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসাহিত্য সম্পর্কটা অনেকটা আকর্ষণ বিকর্ষণ টানাপোড়েনে দোদুল্যমান ছিল। এই সংস্কৃতির কাব্যকাহিনী ভাবনা-চিন্তার অনেক কিছুই লোক কবিরা হরণ করেছেন,এবং উচ্চশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকদের উপর অনেক ক্ষেত্রে লোক শিল্পীরা নির্ভরশীল ছিলেন।কিন্তু এই আহরণ নির্ভরশীলতার নিছক অনুকরণ স্পৃহা থেকে আসেনি এবং বাদ বিচারবোধ শূন্য ছিল না। গ্রেট ট্রাডিশন এর যথেষ্ট সমালোচক ছিলেন।শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য-শিল্প লোকসংস্কৃতি এদের মধ্যে কখনো-সখনো পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটলেও কাল ক্রমে উভয়ই পরস্পর থেকে দূরে সরে এসেছিল।নিম্নবর্গের লোকসংস্কৃতি এযুগের বাঙালি শিক্ষিত সমাজের আচার-আচরণ সমাজ সংস্কার ইত্যাদি সন্দেহ বিদ্বেষের চোখে দেখেছেন। আবার অভিজাত অশিক্ষিত বাঙালিরাও লোকসংস্কৃতিকে নব্য পরিশীলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার সাংস্কৃতিক কবর থেকে একেবারে নির্মূল করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এর ফলশ্রুতিতে নিম্নবর্গীয় সমাজের একাংশ তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পল্লী সংস্কৃতি ও লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ছত্রছায়ায় থেকে বার হয়ে আধুনিক জনসংস্কৃতির প্রচার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হচ্ছে।একদিকে যখন গ্রামাঞ্চলে শিল্পীরা তাদের ঐতিহাসিক

সংস্কৃতি আসলে থেকে বার হয়ে জনসংস্কৃতি তে ঢুকতে উন্মুখ অন্যদিকে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কিছু অংশ ওই পল্লী সংস্কৃতির দিকে আবার বারে বারে ফিরে আসছেন।

এভাবে দেখা যাচ্ছে গ্রেট ট্রেডিশনাল লিটিল ট্র্যাডিশন দুইই কখনোই কাছাকাছি সরে আসে না বা একটি একবর নাটকসমূহ সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যায় না । অর্থাৎ দুই ঐতিহ্যের বিভিন্ন আর্থসামাজিক উৎস এই দুটি সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র স্বরূপত্ব দিয়েছে।